রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কিশোরজীবন

অধ্যাপিকা গৌরি সাঁফুই (বাংলা বিভাগ)

সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর্ উইমেন।

সাহিত্য সৃষ্টির সাম্রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সকল ধারায় অবগাহন করেন, একমাত্র মহাকাব্য ছাড়া। এখন আলোচ্য বিষয় হল, রবীন্দ্রসৃষ্টি ধারায় তাঁর সঙ্গীত কিশোরজীবন গঠনে কতখানি স্থানাধিকার করে? সাধারণভাবে রবীন্দ্র সৃষ্টিধারায় সঙ্গীতের অবস্থান সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য, —/প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে তোলে। সৃষ্টির এমন দিক নেই, যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে সার্থকতা দেখা দেয় নি। কিন্তু সবদিক ছাপিয়ে সৃষ্টির মাধুর্য অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর গানে। তাঁর সংগীতের অনুপম ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, তাঁর সৃষ্টির এমন অনেক দিক আছে যেখানে পড়েনি সৃষ্টির পরিপূর্ণতার ছাপ(কিন্তু যতদিন বাঙালী বেঁচে থাকবেন, ততদিন বেঁচে থাকবে তাঁর গান, বেঁচে থাকবেন তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে, সেখানে তাঁর গলায় শাশ্বতের বরমাল্য।*[১] (ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ, পৃঃ- ২৪,)

রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রসজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্য, —/রবীন্দ্রনাথের গানকে সত্যরূপেই বলা সাজে যে তা গীতিকবিতা। এর বাণীতে গানের মেজাজ, সুরে কবিত্বের স্পর্শ। বিশেষ করে তাঁর প্রকৃতির গানগুলিতে, প্রকৃতিতে একটি সুর সবসময়ই ভরে আছে, সংবেদনশীল চিত্তে তার ভাবস্পন্দ জেগে ওঠে। কবি ভাষায় তাকে ছন্দোবদ্ধ করে প্রকাশ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত সুরটি ও ফুটে ওঠে আপনা হতেই!*[২] (মজুমদার, শৈলজারঞ্জন, পৃঃ - ১৩৩,)

কিশোরমনের উপজীব্য ভাবনা পথচলার পাথেয় সঞ্চয় করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। অর্থাৎ কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-পত্রাদির মতো রবীন্দ্রনাথের গানও কিশোরজীবন গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, সমালোচকের ভাষায় তা প্রকাশ পায়, —/শান্তিনিকেতনে আনন্দচর্চার, বিশেষভাবে সংগীতাদির চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন গুরুদেব। ..... প্রথম থেকেই সঙ্গীতাদি বিনোদনের নানা বিষয়কে গুরুদেব পড়ালেখার ক্লাসের মত সমান মর্যাদা দিতেন।*[৩] (ঘোষ, শান্তিদেব, পৃঃ - ১৬,)

রবীন্দ্রনাথ কিশোরমনের সুরটি ধরতে পারেন আপনমনের ভাবনা দিয়ে, কারণ, তাঁর সাঙ্গীতিক মনটির গড়ে ওঠার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ঠাকুর বাড়ীর উন্নত ও মার্জিত রুচির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশে বাড়ীর প্রতিটি ব্যক্তি(র শিরা-উপশিরায় সঙ্গীতের ফল্গুধারা প্রভাবিত হতে থাকে। বলতে গেলে ঠাকুরবাড়ী কোন না কোন ধরণের সঙ্গীত চর্চায় দিবারাত্র মুখরিত থাকত। এমনকি, প্রবাদ ছিল যে, সেখানকার বাতাস ও যেন সঙ্গীতময় ছিল। পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি(ই ছিলেন সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত(। দেশী-বিদেশী নানা ধরণের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদগণ ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান করেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে পরম তৃপ্তিলাভ করতেন, পূজা-পার্বণে, উৎসবে ও উপাসনায় সদা-সর্বদা সঙ্গীতচর্চায় ঠাকুরবাড়ী বিভোর হয়ে থাকতো। বাড়িটিই যেন ছিল সঙ্গীত-সমুদ্র। সেজন্য বাড়ীর সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজের অজান্তেই সঙ্গীত পারদর্শী হয়ে উঠতেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে একজন একনিষ্ঠ সাধক ও সঙ্গীতজ্ঞ। ঠাকুরপরিবারের আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য পরিবারে যেমন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ছিল, তেমনি সঙ্গীত শি(ার জন্য বড় বড় ওস্তাদদের ও সমাদর করা হত।

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্য ও দর্শনের ন্যায় সঙ্গীতেও অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাঁশী ও অর্গান বাজনায় নিপুণ ছিলেন তিনি। ১২৭৬ সালে তিনিই আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী

সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সারাদিন তানপুরা কাঁধে নিয়ে গলা সেধে চলতেন। নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ হিন্দি গান ভেঙে বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। সৌমেন্দ্রনাথ ও ছিলেন সঙ্গীতের আর একজন একনিষ্ঠ উপাসক। কবির বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ও একজন দ(সেতারী ছিলেন।

বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এক হাজার টাকা এবং রবীন্দ্রনাথকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। ফলে/শৈশবে রবীন্দ্রনাথ যে আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছিলেন সেখানে কোন দরজাই বন্ধ ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সুরের ধারা সেখানে সমানভাবে প্রবাহিত হইত।* ঠাকুর সৌমেন্দ্র, পৃঃ - ৯০,)

রবীন্দ্রনাথের শিশু বয়সে তাঁর মনে সঙ্গীতের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীবিষ(চক্র(বর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, জনৈক অজানা গায়ক ও শ্রীযদু ভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সার্থক সাধক। সকল সময় ব্রহ্মপদ-ধামারের মন মাতান হৃদয়গ্রাহী সুর শুনে বাড়ীর সকলেই এমনকি বধূরাও সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাই ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীত শি(া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, —/কবে যে গান গাহিতে পরিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে

গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম(সে খেলায় অনুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটায় ফাঁকি ছিল না।*(রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৭৫)

অসীম প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ, তাই নিজস্ফ সৃষ্টিবৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ধারায় তাঁর রচিত সঙ্গীত ভাণ্ডার ভরে ওঠে, তবে প্রচলিত প্রথার নিয়মে রবীন্দ্রনাথ গান শেখেন নি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, /ছেলেবেলায় যে সব গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছে।* (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃঃ - ৭০,)

গান কীভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি গড়ে তোলে, সেই বিষয়ে তিনি বলেন, /আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার প(তাহার একটা সুবিধা হইয়াছিল এই যে, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই প্রবেশ করিয়ছিল।* (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৮০,)

এভাবে বাল্য কৈশোরে সঙ্গীত নানাভাবে একাত্ম হয় রবীন্দ্রজীবনে, ফলে কিশোর জীবনের উপলব্ধি দিয়ে তিনি কিশোর জীবনকে আমন্ত্রণ জানান সঙ্গীতের আনন্দমুখর উন্মুক্ত(অঙ্গনে।

আজন্ম প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। ফলে প্রকৃতির অনাবিল, অপারমুক্তি(র আনন্দরূপ আস্বাদন করেন প্রকৃতির রূপবৈচিত্রের মধ্যে। সেখানে কিশোরজীবনও আমন্ত্রিত হয় সাদরে। নিজের চিত্তের উদ্বেলিত আনন্দ তিনি বিলিয়ে দেন সবার মধ্যে, কিশোরচিত্ত তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, বসন্ত ও বিচিত্র,— সকল পর্যায়ের সঙ্গীত কিশোর উপভোগ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে। বিশেষভাবে বলা যায় যে 'কালমৃগয়া', 'বাল্মীকির প্রতিভা', শারদোৎসব' ও 'গুরু'—নাটকে কিশোরজীবনের উপযোগী গান উপহার দেন তিনি।

ঋতুচক্রে(র আবর্তনে প্রকৃতি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করে। সেই রূপান্তরের সা(্য বহণ করে গাছপালা, লতাপাতা, আকাশবাতাস সকল কিছু। চেনাজগতের মাঝে এই যে বারে বারে চলে রূপবদলের পালা, কিশোরমনও তার সমগ্র অন্তর দিয়ে তা অনুভব করে এবং প্রকৃতির পটপরিবর্তনের সাথে সাথে কিশোর মনোবীণাতে ও ভিন্ন ভিন্ন রাগিণী ধনিত হয়। যার ফলে গ্রীষ্ম , বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে কিশোরকণ্ঠ হয় উদ্বেলিত ও উচ্চকিত।

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে সমগ্র জগতে জাগে প্রাণচাঞ্চল্য। প্রাণের সজীবতার এক অপরূপ মূর্তি হল কিশোরবাহিনী। তাই তাদের চিত্তদুয়ারে যখনই ঋতুরাজের আগমন S×নিত হয় তখনই তারা উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রকৃতির উন্মুক্ত(প্রাঙ্গণতলে এসে ডাক দেয় সুর কল্লোলে—

/ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল, লাগল যে দোল

স্থলে জলে বনতলে লাগল যেদোল

দ্বার খোল, দ্বার খোল।। (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ - ২য় খ' পৃঃ - ৫০৪,)

নববসন্তের পাগলকরা রূপে পথভোলা পথিক কিশোরদল হয় দিশেহারা। তাই তারা সুরে সুরে বলে—

/ওরে আয়রে তবে, মাত্রে সবে আনন্দে

আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।।

পিছন পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,

আপনাকে আজ দ(িণ হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে।' (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ - ২য় খ', পৃঃ - ৫১১)

কিশোরমন সুদূরের পিয়াসী, তাই পথের নেশা তাকে হাত ছানি দেয়, কোন্ অনন্তের, কোন্ অসীমের খবর পাবে, এই আশায় সে পথ চেয়ে আছে —

/আমার এই পথ - চাওয়াতেই আনন্দ।

খেলে যায় রৌদ্রছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।।

কারা এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে,

খুশিরই আপনমনে— বাতাস বহে সুমন্দ।। (ঠাকুর ,রবীন্দ্রনাথ —১ম খ' পৃঃ - ২২০,)

অবিরাম চলার বেগে, চঞ্চলতার মন্ত্রে দী(িত কিশোরমন। চলার খ্যাপামির মন্ত্রসাধন তার সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই স্থির সীমানার বেড়া ভাঙতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—

/আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে কোথায় লুকিয়ে থাকেরে

ছুটল বেগে ফাগুন-হাওয়া কোন্ খ্যাপামির নেশায় পাওয়া,

ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে

কোন্ খ্যাপামির তালে নাচে পাগল সাগরনীর।

সেই তালে যে পা ফেলে যাই, রইতে নারি স্থির*

কারণ /চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।* (ঠাকুর ,রবীন্দ্রনাথ-পৃঃ- ২২৬,)

শিকল-ভাঙা /রাঙামূর্তি* কিশোরজীবনকে করে অনুপ্রাণিত, উদ্দীপিত — ফলে কিশোরমন হতে চায় আলোরযাত্রী, স্পর্শ করতে চায় উদার অনন্ত পৃথিবীর সকল দিক, গতির মন্ত্রে দী(া নিয়ে গতির ঘূর্ণি দোলায় হতে চায় গতির অভিযাত্রী।

বি(্বভরা প্রাণের অংশীদার কিশোর হৃদয়, তাই অনন্ত বিস্ময়ের রাজ্যে তার অভিযান, সমগ্র মহাবি(্বে সে করে পরিত্র(মা—

/আকাশভরা সূর্যতারা, বি(্বভরা প্রাণ,

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বিস্ময়ে, তাই জাগে আমার গান।।

অসীমকালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে।

নাড়ীতে মোর রক্ত(ধারায় লেগেছে তার টান,

বিস্ময়ে, তাই জাগে আমার গান।* (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ - ২য় খ' - ৪৩০,)

কিশোর-হৃদয় নির্ভীক, চিরন্তন আদর্শে উদ্বুদ্ধ, মানবিকতার শুভমন্ত্রে দী(িত, সকল সংশয় সন্দেহ দূর করে কল্যাণের সাধনায় সে হয় রত—

/শুভকর্মপথে ধর নির্ভয় গান,

সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান,

চির-শক্তি(র নির্ঝর নিত্য ঝরে

লহ সে অভিষেক ললাট পরে

তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ

ত্যাগব্রতে নিক দী(া,

বিঘ্ন হতে নিক শি(া—

নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।

দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান। (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ -১ম খ', পৃঃ - ২৬৪)

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে অন্ধকারে আগুন জ্বালাতে চায় কিশোরমন - /ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।*

একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।।

দুন্দুভিতে হল রে করে আঘাত শুরু,

বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরুগুরু*

(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ -১ম খ' - পৃঃ ২৬৪)

কিশোরমন কিশলয় - সতেজতা, সজীবতার প্রতিমূর্তি, সেজন্য চিরনবীন ও চিরসবুজের পূজারী কবি বলেন -

/ওগো, কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরাণ মম জাগে,

নবীন কবে করিবে তারে, রঙিন তব রাগে।*

(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ২য় খণ্ড,- পৃঃ ৩৫৮)

বৈষ(বকাব্য পাঠমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বৃন্দাবনের রাখাল বালক চিরকিশোর কে স্মরণ করেন -

/হ্যাদে গো নন্দরানী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।

আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে, আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।*

(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ - ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭)

নতুন বর্ষা সমাগমে কিশোরী প্রকৃতির সাজসজ্জা কিশোরীবালিকার ন্যায় —

‘আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো বকুলফুলের দুলে,

যেন মেঘরাগিনী রচিত কী সুর দুলালো কর্ণমূলে।*

(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯)

প্রকৃতির অঙ্গ বসন্তবাহারে আচ্ছাদিত, আর বসন্ত যেন রূপে ও স্বরূপে চিরকিশোর— তার প্রতী(ায় সমস্ত চরাচর ব্যাকুল —

/এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে

দেখা পেলেম ফাল্গুন।

বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়

একি গো বিস্ময়।*

(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ২য় খণ্ড, - পৃঃ ৫১০)

নবীন প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা কিশোর প্রাণ গেয়ে ওঠে —

/বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে

আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

অকূল প্রাণের সাগরতীরে ভয় কীরে তোর (য় (তিরে।*

(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ২য় খণ্ড, - পৃঃ ৫১১)

চিরকিশোর বংশীধারী মানসবৃন্দাবনের কূলে আজও বংশীS×hনর রবে সারাবিশ্বের বেদনাকে জাগিয়ে তুল্‌ছে, যে বেদনার মধ্য দিয়ে মানব নিজেকে জানতে পারে বিস্ময়ে,— শরৎও তেমনি তাঁর শারদীয় আগমনীর সুরে ব্যথার আলোক ঝর্ণায় ভরিয়ে তুলছে পৃথিবীর হৃদয়। তাই তো ব্যথিত হৃদয়ের প্রশ্ন - /কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি।*

(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ২য় খণ্ড, - পৃঃ ৪৯১)

কিশোর ও তরুণ রবীন্দ্রজীবনে ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতচর্চা বিষয়ে ঠাকুরবাড়ীর উত্তরাধিকারী বলেন, /প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলামীয় — এই তিন মহতী ধারার ত্রিবেণীসংগম — দরবারী সঙ্গীতের ধারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে অজস্র ধারে প্রবাহিত ছিল। ..... এই পরিবেশের প্রভাবে বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সুর বাঁধা হয়ে গেল, সুরের আলোর সুষমায় জীবন ফুটে উঠল। সুর-সংস্কৃতি ও রংরসের সেই কৈশোর আবেষ্টনীর প্রভাব প্রথমজীবনের গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ এড়াতে পারেননি। .... চতুর্দিকের আবেষ্টনীর থেকে তখন শুধু গ্রহণ করেই চলেছেন কিশোর ও তরুণ রবীন্দ্রনাথ*. (ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫০)

ব্যক্তি(গতজীবনে সঙ্গীতের সুফল সম্পর্কে অবহিত থাকায় নিজ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সঙ্গীতশি(ার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। আশ্রমিকের ভাষায়, /আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনায় নিঃসন্দেহে ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনের বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে তুলবার একটা প্রধান উপাদান। এতে করে ওদের জীবনের প্রাচীরের একটা বড় জান্‌লা খুলে দেওয়া হচ্ছে, সেইখান দিয়ে নন্দনের গন্ধ নিয়ে দ(িণের হাওয়া ওদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পাবে। ওরা যে সকলে গাইয়ে উঠবে তা নয় কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি(বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়*।

(সেন, পুলিনবিহারী, পৃঃ ১৪০)

সেজন্য শান্তিনিকেতনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ গান শেখাতেন এবং তাদের দিয়ে অভিনয়ের জন্য ‘শারদোৎসব’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, ‘রাজা’ এবং ‘অচলায়তন’ নাটকসমূহ রচনা করেন এবং ছাত্র ও শি(কদের দিয়ে অভিনয় করান।

রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে, দেশের শি(া ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের স্থান থাকা উচিত। তাই তিনি বলেন, /মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করেনি, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানে দেখেছে - কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানবসম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে, সেইখানেই সে আপন আনন্দের সা()কে অমরবাণীতে স্মর(রিত করেছে(শি(ার্থী যারা তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক, এই আমি কামনা করি।* (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ , ১৪ খণ্ড, পৃঃ ৯১৪-১৫)।

শি(ার (ে ত্রে রবীন্দ্রনাথ কলাবিদ্যার স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক নির্ভর শি(াপ্রণালীর বিরুদ্ধে (োভ প্রকাশ করেন - /দেশে বড়ো প্রাচীন সরোবর বুঁজে গিয়ে তার উপরে আজ যেমন চাষ চলছে, তেমনি তখন সংঙ্গীতের রসসঞ্চয় অন্তত শি(িত পাড়ায় প্রায় মরে এসেছে, তার উপর এগিয়ে চলেছে পাঠ্যপুস্তকের আবাদ।* (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪ খণ্ড, - পৃঃ ৯১৩)

রবীন্দ্রনাথের রচিত ও সুরারোপিত সঙ্গীতসম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য - /একদিকে প্রকৃতি-বিশ্বে মানবিক ভাব আরোপ করে যেমন তাকে মানবায়িত করা হয়েছে, তেমনি মানবিক ভাবকে নৈসর্গিক আকৃতি দিয়ে তাকে নৈসর্গিক করা হয়েছে। একদিকে মানবায়িত প্রকৃতি বিশ্বে, অন্যদিকে প্রকৃতি-বিশ্বানুগ মানবিক আবেগানুভূতি (humanized nature and naturalization of human senses) -এর দ্বৈত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং সংমিশ্রণে রসের জগতের আবির্ভাব, সুন্দরের সৃষ্টি। এক নতুন বিশ্বে আমাদের উত্তরণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত এই নতুন বিশ্বে।*

(পোদ্দার, অরবিন্দ পৃঃ ১৩৪)

রবীন্দ্র সঙ্গীতের 'নতুন বিশ্বে' কে অনুরক্ত হৃদয় বন্দনা করে —

/তাঁর গান যে আমাদের শেষ পারানির কড়ি।

তাঁর কাব্য যে আমাদের নিঃশ্বাস বায়ু।*

(ত্রিপাঠী, অমলেশ - পৃঃ ১৪)

রবীন্দ্রনাথের গানে কিশোরহৃদয় মুক্তির তরলিত রূপ ধারণ করে। আবার মোহনবেশী, বালক বীরের প্রতিমূর্তি কিশোরজীবন মূর্ত থেকে অমূর্তে আবাহন করে মানবহৃদয়কে। অনন্তের দ্বার খুলে দেয়, অমৃতরসসমুদ্রের সন্ধান দেয়, 'অরূপরতন' অনুসন্ধানের অভিযাত্রী করে। রবীন্দ্র সৃষ্ট কিশোরচরিত্র বাস্তব সংসারের শোষণে নিষ্পিষ্ট হয়েও তাদের অপরাজেয় সত্তাকে অটুট রাখে, সঙ্গীতরসধারায় অভিষিক্ত হয়ে। বাস্তব সংসারের রক্তমাংসে গড়া কিশোরচরিত্র যেমন আছে, আবার মহিমান্বিত কিশোর চরিত্র বা রূপকল্প কিশোরচরিত্র ও রবীন্দ্রনাথের গানে স্থান লাভ করেছে। অর্থাৎ চিরকিশোর বালকবীর চরিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের অমূল্য দান।

রবীন্দ্রসঙ্গীতরসজ্ঞের রসসিক্ত হৃদয়ের নিবেদন - /শুষ্কতা বীর্য নয়, শুষ্কতা দুর্বলতা। শুষ্কতাকে দূর করে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আবেগ— সবকে অন্তরের রসের শিখায় প্রজ্বলিত করে আমরা এগিয়ে চলবো। রবীন্দ্রনাথের গান সেই অপরাজেয় শক্তি সঞ্চার করুক আমাদের অন্তরে*। (ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ , পৃঃ ৮৩)

রবীন্দ্রসঙ্গীত কিশোরপ্রাণের অন্তরের রসে আপ্লুত হয়ে তার অপরাজেয় জীবনীশক্তিকে ছড়িয়ে দেয় অনন্তের দিকে, তাকে করে জীবনানন্দাভিমুখী ও অমৃতসন্ধানী।

তথ্যসূচি ঃ-

১। ঘোষ, শান্তিদেব, 'রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শ সঙ্গীত ও নৃত্য'

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (১০ খণ্ড)

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি, গীতচর্চা'

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'গীতবিতান', (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৪ খণ্ড)

৫। ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের গান'

৬। ত্রিপাঠী, অমলেশ, 'ফিরে যেতে হয় তার কাছেই', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা অগাস্ট, ১৯৯১, কলকাতা

৭। মজুমদার, শৈলজারঞ্জন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'ভাব ও ভাষা', 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩১৩ কলকাতা

৮। সেন, পুলিনবিহারী, 'ভক্ত ও কবি, অজিতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ', 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৬ কলকাতা